রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ আগস্ট ২০১৮ খ্রি:

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.১৪০.১৬-৯০৭—যেহেতু, জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আকবর আলী গাজী, গ্রাম-গদখালী, উপজেলা-কলারোয়া, সাতক্ষীরা জেলাধীন কলারোয়ার পৌরসভা মেয়র; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম, মেয়র, কলারোয়া পৌরসভা, বিগত ৩০-০৮-২০০২ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতক্ষীরা সফরকালে তাঁর গাড়ী বহরে হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত কলারোয়া থানার ১৫-১০-২০১৪ তারিখের ১৪ নং মামলার ৯নং আসামী এবং বর্ণিত মামলায় ২৬-০৪-২০১৫ তারিখের দায়েরকৃত ৬৯ নং চার্জশীটের ১০নং আসামী; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলার বিবরণ অনুযায়ী জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম, মেয়র, কলারোয়া পৌরসভা ও অন্যান্য আসামীরা বেআইনীভাবে দলবদ্ধ হয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমা, লোহার রড, বাঁশের লাঠি, শাবল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে গুরুতর জখম ও হত্যার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অবরুদ্ধ করে এলোপাতাড়িভাবে মারপিট করে জখম করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ছোট হাত বোমার অংশ বিশেষ, তিনটি জর্দার কৌটা, ১২টি লোহার রড ও কিছু লোহার পিন, দুইটি নীল রংয়ের বন্দুকের গুলির খোসা, কিছু গাড়ির গ্লাস ভাংচুরের অংশ বিশেষ ও চারটি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করে; এবং

মূল্য : টাকা ৪.০০

যেহেতু, কলারোয়া থানায় বর্ণিত ১৪নং মামলার তদন্ত শেষে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/৩৫৪/৪৪০/৫০০/৫০৬(২)/১৪৯ ধারা তৎসহ ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(ক) ও ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য উপদানাবলী আইনের ৩/৪ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে বলে চার্জশীটে উল্লেখ আছে; এবং

যেহেতু, কলারোয়া থানায় বর্ণিত ১৪নং মামলা সংশ্লিষ্ট জি,আর ২৫৯/১৪নং মামলাটি বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম, মেয়র, কলারোয়া পৌরসভা ও অন্যান্য ৪৯ জনকে আসামী করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গৃহীত হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ ধারা (১) মোতাবেক "যে ক্ষেত্রে কোন পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অপসারণের কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে"; এবং

যেহেতু, কলারোয়া পৌরসভা মেয়র, জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম ও অন্যান্য ৪৯ জনের বিরুদ্ধে কলারোয়া থানায় দায়েরকৃত ১৪নং মামলা হতে উদ্ভূত জি,আর ২৫৯/১৪নং মামলার অভিযোগপত্র নং-৬৯ তারিখ : ২৬-০৪-২০১৫ বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তিনি পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব পালন করলে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পৌরসভার সেবা গ্রহণকারী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রভাবিত হওয়ার যৌক্তিক আশংকা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কর্তৃক মেয়রের ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় তাঁকে পৌর মেয়র এর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত; এবং

সেহেতু, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া পৌরসভা মেয়র জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম-কে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্দেশক্রমে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd